OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 224 – 229
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মনোজ বসুর কয়েকটি ছোটগল্প : দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অন্তর্বয়ান

পাপ্পু ছাতাইত
Email ID: pchhatait90@gmail.com
0009-0004-9175-5755

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Partition, Communal Riot, Refugee, Hindu, Muslim, Faith, Humanism, Communal Harmony.

Abstract

The forties are very significant in Bengali literature. The partition, riots and the crisis of refuges life are reflected in every form of literature. The impact of partition and ritos is reflected a little more in the stories. The brutality of the riots, violence and hatred, and the pain of partition have been reflected in the writings of many story taller's. Manoj Basu is one of the few storytellers who embodied the riots and partition in the pens of the fortis and fifties. Compassion for the homeland and relatives, that is, the people, is the main feature of Manoj Basu's literature. Just as there is a thorough picture of how public life was disrupted in the Hindu-Muslim riots and the partition after independence. Manoj Basu's stories also show the picture of people coming together, forgetting the memories of the riots and partition. The riots created districts between the two Nations, Hindus and Muslims, and partition increased it. Therefor after partition, communal classes and unrest increased even more. storyteller Manoj Basu has sympathetically portrayed the people in danger during riots and partition in his stories after independence. And so we see the harmony of Hindu-Muslim relations in his stories. He believed that oneday all the darkness would pass, the storm would stop and light would shine again, all the unrest would end. That is why he has faith in people and he wanted to protray that in his stories. In stories like 'Hindu Muslim Danga', 'Dangar Ekti Kahini', 'Dangar Daag', 'Hindu Muslim', 'Simanta', 'Epar Opar', 'Tanter Maku' etc. The author has protrayed the picture of Hindu Muslim relations during the riots and partitions during the contemporary and post partition period with experience. His stories have become an intertextual account of Hindu Muslim relations. Manoj Basu wanted to show the good heart of a person can never die. Even if riots and partition temporary separate people, it can never be permanent. When the fire of hatred and jealousy dies down, faith in each other returns because people always stand by each other losing faith in people is a sin— this message of hope is echoed in Manoj Basu's stories.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

বিশ শতকের চল্লিশের দশক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৬ এর দাঙ্গা, ১৯৪৭ এর দেশভাগে ঘটে যাওয়া হিংসা-বিদ্বেষ ও জাতিগত ভেদাভেদে এক নতুন জগৎ নির্মিত হয় বাংলা গল্প-উপন্যাসে। বলা যেতে পারে বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা এক নূতন মাত্রা যোগ করে। ৪৬ এর দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান দুটি জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছিল আর ৪৭ এর দেশভাগ সেই দুটি জাতিকে দিয়েছিল হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্র। দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশভাগের ফলে জনজীবনে নেমে এসেছিল বিপর্যয়। দেশভাগের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পালাবদল যেমনি ঘটল তেমনি অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়ের সংকটে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সাধারণ জনগণ। রাজনৈতিক নেতাদের রাজনীতির খেলায় ও খামখেয়ালিপনায় স্বদেশ ও স্বজন হারিয়েছিল বহু মানুষ। ইতিহাসের সেই করুণ বাস্তবই প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। দাঙ্গার ভয়াবহতা ও নির্মমতা; দেশভাগের যন্ত্রণা এবং উদ্বাস্তু তথা শিকড় উপড়ে ফেলা মানুষের কান্না প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেকালে বহু ছোটগল্পে। অমানবিকতা, পাশবিকতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে ছোটগল্পে ধ্বনিত হয়েছে সম্প্রীতির সুর। মানবিকতা ও বিশ্বাসের বন্ধন স্থাপনের চেষ্টায় অনেক ছোটগল্পকার কলম ধরেছেন। যে কয়েকজন কথাসাহিত্যিক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের ভয়াবহতাকে প্রত্যক্ষভাবে সামনে থেকে দেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মনোজ বসু। যিনি খোলাচোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সমকালীন বিপন্ন সময়ের রাজনীতি, সাধারণ মানুষের জীবন সংকট ও ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবকে। আর তাঁর সেই অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গল্পের পাতায় পাতায়।

বিশ শতকের একজন শক্তিশালী কথাকার হলেন মনোজ বসু। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে জুলাই যশোর জেলার ডোবাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাঘ ও নতুন মানুষ নামে দুটি গল্প বিচিত্রা ও প্রবাসী পত্রিকায় লিখে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। উপন্যাসিক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা ঘটে ভুলি নাই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। ‘কল্লোল’ এর ইট-কাঠ-পাথরের নাগরিকতা ছাড়িয়ে মনোজ বসু তাঁর গল্প-উপন্যাসে গ্রাম জীবনের সহজ সুন্দর প্রকৃতি ও মানুষকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাগরিক মূল্যবোধ ও ভাঙ্গন থেকে দূরে গিয়ে তিনি বাংলা ছোটগল্পের জগতে নতুন পদধ্বনির সংসার করেছেন। একদিকে তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে বাদা অঞ্চলের গ্রাম্য প্রকৃতি ও মানুষের কথা অন্যদিকে সমকালীন বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিপন্নতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন যন্ত্রণার ও উত্তরণের ছবি। মানুষের আবেগ অনুভূতিকে আন্তরিকতা দিয়ে দেখেছেন গল্পকার, তাই তাঁর গল্পগুলিতে সমস্যার সাথে সাথে সম্প্রীতির কথা উঠে এসেছে। মনোজ বসু মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। তাই আমরা তাঁর গল্পগুলিতে দেখি দাঙ্গা-পরবর্তী হিন্দু-মুসলিম মানুষের মেলবন্ধনের চিত্র। ‘হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা’, ‘দাঙ্গার একটি কাহিনী’, ‘দাঙ্গার দাগ’, ‘হিন্দু মুসলমান’, ‘সীমান্ত’, ‘এপার ওপার’, ‘তাঁতের মাকু’ ইত্যাদি গল্পগুলিতে গল্পকার দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের এক বিরল ছবি এঁকেছেন।

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতি আমাদের দেশে বহুকাল ধরে একসঙ্গে বসবাস করে এসেছে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে। কিন্তু দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে একে অপরের প্রতি তৈরি হয়েছে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস। আর সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনা। সাধারণ মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস তাদেরকে একে অপরের শত্রুতে পরিণত করেছে। আর এই অনুভূতি প্রকাশ হয়েছে মনোজ বসুর ‘হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা’ গল্পে। এই গল্পটি আমাদের সমরেশ বসুর ‘আদাব’ গল্পটিকে মনে করিয়ে দেয়। গল্পে দেখি বিপিন দেশের জন্য বক্তৃতা করে কংগ্রেস করে জেলে গিয়েছিল কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে সে দেখে হিন্দু-মুসলমান হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। নৌকার ঘাটে গিয়ে দেখে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা আলাদা ঘাট হয়েছে। বাড়ি ফিরতে চাই কিন্তু চারিদিকে সমূহ বিপদ তাই কেউ নৌকো বার করতে চায় না। আর তখন সে ভরসা করেছে গ্রামের মুসলিম মাঝি আহম্মদের উপর। হিন্দু মুসলমান দুই দল বন্দেমাতরম ও আল্লাহ হু আকবর বলে জাতের নেশায় হিংসা উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। তাই বিপিন তার পিসতুতো ভাই নীরদকে নিয়ে রাতের বেলায় রওনা দিয়েছে গ্রামের উদ্দেশে। নদীর ওপারে মুসলমান এপারে হিন্দুরা আগুন দিচ্ছে। আসলে একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস এমন জায়গায় গেছে যে কেউ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নামতামও বলতে চায় না অচেনা কাউকে। গ্রামে গ্রামে দল তৈরি হয়েছে একে অপরকে শ্মশান বা জাহান্নামে পাঠানোর জন্য। বিপিন যখন আহম্মদের নৌকায় করে গ্রামে পৌঁছায় তখন দেখে সুধীরকেষ্টর দলবল রমজান ঢালিকে মারার জন্য পৌঁছেছে ঘাটে। আর এই সুধীরকেষ্টর কাছেই বিপিন বাড়ির লোকের কথা জানতে চাইলে সুধীর বলে সে জানেনা তারা কোথায় চলে গেছে। আসলে দাঙ্গাতে প্রতিটি মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচানোই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, পরের খবর কেউই রাখে না। তাই বিপিন নিজেই নীরদকে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে এগিয়েছে। দুয়ারের তালা টানাটানি করে পা বাড়াতেই বাড়ির ছাদের উপর থেকে শুরু হয়েছে ইটবৃষ্টি। একথা সুধীরের দল জানাতে বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে শত্রু বাহিনীকে। কিন্তু দেখা যায় বাড়িতেই বিপিনের ছেলে সুকুমার ও তার স্ত্রী ঘরে লুকিয়ে ছিল নাথপাড়ার মেয়েদের নিয়ে। আসলে দাঙ্গা তথা সুধীরের দলের অত্যাচারে গ্রামের মেয়েরা ভীত হয়ে পড়েছে। হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আর তাই সুকুমারও অন্ধকারে নিজের বাবাকেই শত্রু মনে করে ইট মেরেছে। যে বিপিন দেশের মানুষের জন্য জেল খেটেছে সেই দেশের মানুষরাই আজ একে অপরের জীবন কাড়ছে। আর গল্পের শেষে সকাল হবার ব্যঞ্জনা দিয়ে লেখক আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন। সমস্ত কালো মেঘ ও অন্ধকার দূর করে—

> "পূবে ফরসা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ওইসব পোড়া ঘর-বাহির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।"[১]

সাম্প্রদায়িকতা কখনোই মানুষের সহজাত স্বভাব নয়। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারেনা। দাঙ্গা-পরবর্তী জীবনের কাহিনিকে অভিনব ব্যঞ্জনায় অভিজ্ঞতা সহকারে গল্পকার পরিবেশন করেছেন 'দাঙ্গার একটি কাহিনী' ও 'দাঙ্গার দাগ' নামক দুটি গল্পে। প্রথম গল্পে আমরা দেখি এক ছোকরা আর এক বুড়ো রোগীর মধ্যে খুব ভাব হয়েছে। তারা হাসপাতালের বেডে বসে নিজেদের জীবনের সুখ দুঃখের কথা একে অপরকে বলছে। ছোকরা মুসলিম ছেলেটি খরার ফলে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে চাকরির আশায়। আর বুড়ো বহুদিন আগে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে হাঁফিয়ে উঠেছে পোড়া শহরে থাকতে থাকতে। কারণ এখন কলকাতা শহর সুন্দরবনের থেকে সাংঘাতিক। দাঙ্গার ফলে সব উড়ে-পুড়ে গেছে। বিশ্বাস-আশা-ভরসা সব উবে গেছে। ঘোর কলিতে ধর্ম যেন দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই দিন দুপুরে মানুষ হানাহানি করে একে অপরকে কচুকাটা করছে। বুড়োর পিঠেও ছুরি বসিয়েছে কেউ একজন। ছোকরা শহরে কাজ খুঁজতে এসে বন্দুকের গুলি খেয়েছে হাঁটুতে। খোঁড়া হয়ে যাওয়া মানুষকে কে কাজে দেবে? কিন্তু ছোকরার তো গ্রামে আস্তানা রয়েছে; বুড়োর তাও নেই। চাকরি চলে যাওয়ায় বুড়ো এখন ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসবে। আর বুড়োর এই অসহায়তায় তার পাশে দাঁড়িয়েছে মুসলিম ছোকরা। কারণ তারা একই এলাকার মানুষ, আর দুঃখের দিনে মানুষই মানুষের পাশে থাকে। কারণ মানুষ হল অমৃতের পুত্র। হিন্দু মুসলমান আগেকার দিনে সহানুভূতির সহকারে গ্রামে বসবাস করেছে একে অপরের প্রতি বাড়িয়েছে সাহায্যের হাত। কিন্তু শহরের বিষময় বাতাসে ঘনীভূত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, তা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম গ্রামান্তরে। গল্পের শেষে লেখক চমক সৃষ্টি করেছেন একটি অপ্রত্যাশিত মোচড় এনে। থানা অফিসার যখন আহত দুজনের খবর নিতে এসে সার্জেন কে বলে ওঠে—

> "করেছেন কি ডাক্তারবাবু, পাশাপাশি বেড়ে দিয়েছেন?"[২]

আসলে এই ছোকরায় বুড়োকে ছুরি মেরেছে। গল্পকার এখানে হিন্দু মুসলিম বিশ্বাস ও সম্প্রীতির ছবি আঁকতে চেয়েছেন দাঙ্গা ভুলে। আর তাই গল্পটির অপ্রত্যাশিত এই চমক আমাদের স্তব্ধ ও নির্বাক করে দেয়।

'দাঙ্গার দাগ' গল্পে আমরা দেখি এই একই রকম ছবি। এই গল্পেও আমরা দেখতে পাই একই এলাকার দুই মানুষের অর্থাৎ একজন হিন্দু আর একজন মুসলিমের বেদনার অতীত ইতিহাস। দেশভাগের পরে আজ তারা ভারত ও পাকিস্তান— দুই দেশের দুই নাগরিক। সীমান্ত পুলিশ ও কাস্টম অফিসার আজিজকে ভেবেছে হিন্দু এবং কথককে ভেবেছে মুসলিম। আজিজ যৌবনের যুবা চেহারা রাখার জন্য দাড়ি রাখেনি আর হিন্দু কথক দাঙ্গায় প্রাপ্ত আঘাতের দাগ ঢাকতে

দাঁড়ি রেখেছে। আসলে লেখক এখানে ধর্মকে ব্যঙ্গ করেছেন। দাড়ি হয়ে উঠেছে ধর্মের নিশানা। বড় দাড়ি থাকলেই মুসলিম আর দাড়ি না থাকলে হিন্দু - এই ধারণাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু লেখক আসল চমক এনেছেন গল্পের একেবারে শেষে। এই আজিজই গল্প কথককে দাঙ্গার সময়ে ছুরি মেরেছিল কিন্তু আজ সেই আজিজই হাসতে হাসতে কথকের হাত ধরে চা খেতে গেল। গল্পকার এই গল্পে দেখিয়েছেন যে দাঙ্গার আঘাতে শরীরে ক্ষত হয়েছিল, মনেও হয়তো হয়েছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই ক্ষতে মানবিকতার প্রলেপ পড়েছে। তাই দাঙ্গার স্মৃতি ভুলে তারা আজ একে অপরের প্রতি শত্রুতা ভুলে বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। আসলে মানুষের প্রতি তথা মানবতার প্রতি বিশ্বাসকে অটুট রেখে লেখক যেন বলতে চেয়েছেন— মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই জাতি বিদ্বেষকে ঘিরেই যেমন দাঙ্গা ঠিক তেমনি রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ। হিন্দুস্তান হিন্দুদের আর পাকিস্তান মুসলিমদের। দেশভাগের সময়ের এই দোলাচল পরিস্থিতিকে লেখক অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'হিন্দু মুসলমান' গল্পে। সেকালে মুরুব্বিরা লাইন টেনে শুধু দেশভাগ করেছে তা নয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিভেদ। দেশভাগের সময়ে খুলনা জেলার অবস্থা ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়ে। একদিন শোনা যায় হিন্দুস্তানে পড়েছে তো পরের দিন রব উঠে পাকিস্তানে। পূর্ণ সমাদ্দার ও খোরশেদ খাঁ বহুদিন ধরে বাস করছে খুলনার খালবুনাতে। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে রাগ ঝগড়া লেগে থাকলেও কখনো বাস ছেড়ে আসতে হয়নি। কিন্তু দেশভাগের ফলে আজ তাদের মনে শঙ্কা তৈরি হয়েছে শিকড় উপড়ে যাওয়ার। খুলনা জেলার বাটোয়ারা নিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতাতে তারাও পড়েছে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে। জীবনের অনিশ্চয়তা ও অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে গ্রাম্য মানুষগুলি আজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গোপনে শলা পরামর্শ করছে তারা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। একে অপরের আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত উভয় পক্ষই। প্রাপ্তবয়স্ক এই মানুষগুলির বিপরীতে লেখক এই গল্পে দুটি শিশু মনকে তুলে ধরেছেন অনবদ্য ভঙ্গিমায়। পূর্ণর ছেলে নান্তু আর খোরশেদের মেয়ে হাসনার মধ্যে দিয়ে। তারা একসাথে খেলা করে একে অপরের বন্ধু। নান্তু হাসনাকে জানায়, যে তারা আজ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। কারণ এখানে থাকলে মুসলমানে মেরে ফেলবে। এ কথা শুনে হাসনা বলে ওঠে তার আব্বা বলেছে— মারবে তো হিন্দুরা। দুই শিশু মন শেষ পর্যন্ত তাই একসাথে বলে—

"বাঘে মারে, আবার কুমীরেও তো মারে।"[৩]

অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান দুই দলই দস্যু। কিন্তু নান্তু ও হাসনার তাতে কিছু এসে যায় না। যাবার সময় নান্তু হাসনাকে তার প্রিয় গুলতি দিয়ে যায় আর হাসনা তাকে দেয় 'হিঁদুর ঠাকুর' সীতারাম। গল্পকার দেখিয়েছেন দেশভাগ হলেও শিশুর মনের সরলতা নষ্ট হয় না, আর শিশুরা সহজ সরল বলেই তাদের মনকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। গল্পকারও জানেন সাধারণ মানুষের মনে ভেদ থাকে না, তা তৈরি হয় রাজনৈতিক নেতা তথা স্বার্থান্বেষী মানুষের প্ররোচনায়। মনোজ বসু তাঁর গল্পে বারবার এক কথায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের শত্রু কখনোই নয়। তারা নান্তু ও হাসনার মতোই— 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।'

বিভক্ত দেশের উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত হয়েছে মনোজ বসুর 'সীমান্ত' গল্পটি। দেশবিভাগ নিয়ে ভারত উপমহাদেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানিতে চরম নৈরাজ্যের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। যারা ছিল অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী তারাই হয়ে উঠেছিল চরম শত্রু তথা দুই ভিন দেশের নাগরিক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে এসেছিল ভারতে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বলি হয়েছিল ইসমাইলের সন্তান। হিন্দু যুবতী মঞ্জুলার বাবা দাঙ্গার সময় থেকেই নিরুদ্দেশ। তাই বিধবা মঞ্জুলা শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে ইসমাইল ও কামরানের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ছোট্টবেলা থেকেই ইসমাইলের কোলে পিঠে সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু সন্তানহারা ইসমাইলের মনের অবস্থা আজ ভিন্ন। তাই সে মঞ্জুলার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেছে। হিন্দু বিধবাকে ঘরের স্থান দেওয়ায় নানান আপত্তি উঠে সমাজে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রফিক কলমা পড়িয়ে নিকাহ করে মঞ্জুলার ধর্ম ও সতীত্ব দুইই নাশ করতে চায়। কিন্তু ইসমাইল মঞ্জুলার রক্ষক হয়ে ওঠে। সে কামরানের সাহায্যে মঞ্জুলাকে সীমান্ত স্টেশনে কলকাতার উদ্দেশে ট্রেনে বসিয়ে দেয় এবং স্টেশনে ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে একটি হাড়ি দিয়ে আসে মঞ্জুলাকে। সীমান্ত পেরিয়ে মঞ্জুলা যখন হাড়ি খুলে দেখে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পিঠে আর তিলের নাড়ুর নিচে মোহর চকচক করছে তখন তার চোখও জলে চকচক করে ওঠে। ইসমাইল দীঘি করার জন্য যে মোহর জমিয়েছিল তা সে নির্দ্বিধায় মঞ্জুলাকে দিয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। আসলে "মনোজ বসু চিরদিনই মানুষের এই মহৎ মহিমায় বিশ্বাসপরায়ণ। তাই তাঁর সাহিত্যের আদিতে যেমন রয়েছে মানব হৃদয়ের সৌন্দর্যলোক, তেমনি তাঁর অন্তিমে আছে জীবনের শিবচেতনা।"[৪] সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে গিয়ে মনোজ বসু যেন মানবতা ও মনুষ্যত্বের জয়গান গাইতে চেয়েছেন।

রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার পরেও দাঙ্গা থামেনি। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল দেশভাগের পরেই। সদ্যোজাত পূর্ব পাকিস্তানের বহু হিন্দু সংখ্যালঘু মানুষ নির্যাতিত নিপীড়িত হতে থাকে। অশেষ যন্ত্রণা ও জন্মভূমি হারানোর বেদনা নিয়ে ঘর ছাড়তে থাকে একের পর এক হিন্দু পরিবার। এমনই এক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে মনোজ বসুর 'কান্নার গাড়ি' গল্পটি। গল্পে আমরা দেখি হিন্দু নরনারীরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য মুসলিম বেশ ধারণ করেছে যাতে তাদের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু সীমান্তের কাছাকাছি এসে তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, জীবনে নেমে আসে আশঙ্কা। হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে তারা। তাদের বাসটি যেখানে খারাপ হয়েছিল সেই সূতীগঞ্জেই ১০০ বছর আগে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিল এক হিন্দু রমণী। সতী আখ্যা পেয়েছিল সে, সেখান থেকেই সূতিগঞ্জ নামটি এসেছিল। আর সেখানেই এখন বটগাছের তলায় আরেক সতীকে দেখতে পায় যাকে দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত করেছে হিংস্র পশুর দল, ছিঁড়ে খেয়েছে তার শরীর। অর্ধনগ্ন হয়ে আজ সে পড়ে আছে মৃত্যুর কাছাকাছি। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে ধর্ষণ যে কি বীভৎস হতে পারে তার জ্বলন্ত চিত্র এঁকেছেন গল্পকার এই গল্পটিতে। আসলে দাঙ্গার সময়ে যে হিন্দু মুসলমান একে অপরের প্রতি পশুর মতো আচরণ করেছে পরবর্তীকালে তারাই আবার একে অপরের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে। অন্ধকার কেটে যাওয়ার পর আলোর সন্ধানে ব্রতী হয়েছে দুই জাতি।

দাঙ্গা মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক ও বিশ্বাসের অবনমন ঘটায়। কিন্তু দাঙ্গা শেষ হয়ে যাবার পর আবার হিন্দু মুসলমান একে অপরের কাছে আছে। এমনই এক সম্প্রীতির গল্প হল মনোজ বসুর 'এপার ওপার' গল্পটি। দাঙ্গা, দেশভাগ-পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আবার স্নেহপূর্ণ মানবিক রূপ ফিরে আসে, আগের মত একে অপরকে বিশ্বাস করতে শেখে। লেখক এই গল্পে বিপন্ন সময়কে অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের মধুরতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক প্ররোচনায় যে দাঙ্গা ও দেশভাগ - তা শুধু হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করেছিল তা নয়, সমকালীন সমাজ ও পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছিল। দাঙ্গার হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল দিগবিদিকে। ঘর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল; তার সঙ্গে জ্বলছিল মানুষের হৃদয়ও। হিমাংশু ও তার পরিবার দাঙ্গাতে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিবারকে হারিয়ে হিমাংশু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে বাঁচলেও তার স্ত্রী তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। দাঙ্গার বলি হয়েছে। শৈশবের চেনা বন্ধুরাই হয়ে উঠেছিল আততায়ী। কিন্তু বহুকাল পরে যখন হিমাংশু আবার তার ভিটেমাটিতে ফিরেছে জমিজমা বিক্রি করতে তখন সে দেখে—

"ঝড় ঝাপটার পর প্রসন্ন রোদ উঠেছে। চিরকালের স্বভাব ফিরে পেয়েছে আবার মানুষ।"[৫]

আসলে 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এ কথাটিই যেন বারবার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মনোজ বসু তাঁর ছোটগল্পে। তাই গল্পে দেখি হিমাংশু যখন মাতৃভূমিতে গিয়েছে তখন অজস্র মুসলিম নরনারী তাকে ভালোবেসেছে স্নেহ করেছে নির্দ্বিধায়। আসলে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে এর অন্তর্বয়ান বারবার বদলে গেছে সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে। দাঙ্গার সময় যে হিন্দু মুসলিম একে অপরের রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছিল তারাই দেশভাগ পরবর্তী সময়ে একে অপরের স্নেহভাজন হয়ে উঠেছে। আসলে ভালোবাসার দ্বারা সবকিছু জয় করা যায়। ভালোবাসার জোয়ারে ভেসে গেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ, সম্প্রীতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে নতুন সমাজ।

হিন্দুর জন্য হিন্দুস্তান আর মুসলিমের জন্য পাকিস্তান— এই তত্ত্বের নিরিখে যখন দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হয় তখনই শুরু হয় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও দাঙ্গার পরিস্থিতি। কারণ পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের ভয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দলে দলে ভারতে আসে আবার এর ঠিক বিপরীত চিত্রও লক্ষিত হয়। আর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 224 - 229
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এর ফলেই তৈরি হয় উদ্বাস্তু পরিস্থিতি। উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে জনজীবন হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর ও সংকটময়। আর সেই অবস্থা দেখেই অনেকে বিধর্মী হয়েও ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হয়ে থেকে যায় নিজেদের পুরোনো ঠিকানায়। দেশত্যাগ ও পুনরায় দেশে ফিরে আসার ঘটনা নিয়েও গল্প লিখেছেন মনোজ বসু। এমনই একটি গল্প হল 'তাঁতের মাকু'। গল্পে আমরা লক্ষ্য করি কথক দেশভাগের পর সপরিবারে দেশ ত্যাগ করে এবং ওই দেশে জনগণের দুরবস্থা দেখে আবার ফিরে আসে স্বদেশে। কথক তার মামার কাছে কলকাতায় গিয়েছিল কিন্তু সেখানের উদ্বাস্তু জীবন ও অব্যবস্থা দেখে আবার নিজের দেশেই ফিরে যায়। কিন্তু পথের মধ্যে বিসর্জন দিতে হয় তার ছোট্ট শিশুকে। লেখক গল্পের নামকরণটিকে ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলেছেন। 'তাঁতের মাকু' যেমন একধার থেকে আরেকধারে প্রত্যাবর্তন করে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই দেশভাগ ও দাঙ্গায় তাঁতের মাকুর মতোই সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ধাক্কা খেয়েছিল বারবার। এদেশ থেকে ওদেশ আবার ওদেশ থেকে এদেশ— এই এই ছিল সেই সময়ের সাধারণ জনগণের বাস্তব চিত্র। কোথাও এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। আর মনোজ বসু তাঁর এই ধরনের গল্পগুলিতে যেন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের নতুন বয়ান লিখতে চেয়েছেন। যেখানে হিন্দু মুসলমান একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে। আসলে হিন্দু বা মুসলমান নয়, মনোজ বসু সবাইকে মানুষ করতে চেয়েছেন। তাই মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের মেলবন্ধনে হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতিকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর গল্পগুলিতে। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখি কথককে এক মুসলিম গরুর গাড়িতে করে তাদের পৌঁছে দেয় এবং আশ্বাস দিয়ে বলে—

"আমরা সকলে তো আছি ছোটবাবু"[৬]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একেবারে তলা নিতে এসে ঠেকেছিল। মানুষের জীবনে তৈরি হয়েছিল অস্তিত্বের সংকট। অবিশ্বাসের সূত্র ধরে মানুষ কখনো দাঙ্গা বাঁধিয়েছে আবার কখনোবা জন্মভূমি ছেড়ে চলে গিয়েছে অন্য দেশে। রাজনৈতিক নেতারা নয়, দাঙ্গার শিকার হয়েছে সাধারণ জনগণ। কিন্তু মনোজ বসু অপটিমিস্ট, তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। তাই হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে দাঙ্গা-পরবর্তী সময়ে তিনি নতুনভাবে বাঁধলেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। তিনি তাঁর গল্পগুলিতে দেখাতে চাইলেন মানুষ কখনোই সারা জীবন হিংসা চাই না, চাই ভালোবাসা। তাই দাঙ্গায় একে অপরকে আঘাত করলেও সেই স্মৃতি ভুলে গিয়ে তারা আজ একসাথে চা পান করতে যায় হেসে হেসে। আসলে পরিবর্তনই টিকে থাকার একমাত্র উপায়। তাই বিক্ষুব্ধ সময়কে ভুলে গিয়ে দুই জাতি আবার ফিরেছে চেনা ছন্দে, ভালোবাসার টানে, সম্প্রীতির বন্ধনে। শুধু বিপর্যস্ত সময়ের ছবি এঁকেই গল্পকার মনোজ বসু থেমে যাননি, তাঁর গল্পে শুনিয়েছেন জীবনের জয়গান।

Reference:

১. বসু, মনোজ, *মনোজ বসুর গল্প সমগ্র* (প্রথম খন্ড), কলকাতা : বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০২৫, পৃ. ৪৪৯
২. বসু, মনোজ, *মনোজ বসুর গল্প সমগ্র* (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা : বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০২৫, পৃ. ৯১
৩. তদেব, ২৯০
৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, কলকাতা : ভারবি, জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ১০২
৫. বসু, মনোজ, *মনোজ বসুর গল্প সমগ্র* (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা : বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০২৫, পৃ. ৯৮
৬. বসু, মনোজ, *মনোজ বসুর গল্প সমগ্র* (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা : বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০২৫, পৃ. ২২